যুগান্তর
04 JUN 2007

প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের শিরোপাধারী হইবার পর দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভালো হইবে, এমনটি আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সহযোগিতায় পিরোজপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যেই চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে, উহা হইতেই উপরিউক্ত মন্তব্যের সত্যতা মিলিবে। স্থানীয় সচেতন নাগরিক কমিটির গবেষণা জরিপে দেখা যায়, ২০০৫ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে বিধিবহির্ভূতভাবে ১১টি খাতে বিভিন্ন ফি হিসাবে আদায় করা হইয়াছে ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৪০ টাকা। সোজা ভাষায় ইহাকে ঘুষ বলিয়া অভিহিত করাই উত্তম। অবৈধভাবে নানা ফিস আদায় করা ছাড়াও বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস না লওয়া, বই-পুস্তক না দেওয়া, নিষ্ক্রিয় এসএমসি, ড্রপ আউটসহ নানাবিধ অনিয়ম-দুর্নীতি রহিয়াছে। সর্বাধিক দুর্নীতি হইয়াছে উপবৃত্তির টাকা লইয়া। যেই সকল ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে উপবৃত্তি পাইতেছে, তাহাদের মধ্যে ২৫ শতাংশকে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গড়ে ঘুষ বা চাঁদা দিতে হইয়াছে ৩০ টাকা করিয়া। ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭৮ ভাগই সরকার নির্ধারিত উপবৃত্তির টাকা হইতে বৎসরে গড়ে ২১৯ টাকা কম পাইয়াছে। ইহাতে পিরোজপুরের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে কম পাইয়াছে মোট ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৮৩ টাকা। যেই সকল ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তির আওতায় আসিতে পারে নাই, তাহাদের ১৮ ভাগ স্বজনপ্রীতি এবং ১৭ ভাগ প্রভাবশালী আত্মীয় না থাকিবার কারণেই ব্যর্থ হইয়াছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলেও গত ১০ বৎসরে সরকার নিজ ব্যয়ে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নাই। শিক্ষার মানোন্নয়নে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রণীত ৭২টি সুপারিশের মধ্যে বাস্তবায়িত হইয়াছে মাত্র ১৭টি। ইহা একরকম ওপেন সিক্রেট যে, স্কুলের অনুমোদন আর অনুদানের অর্থ ছাড় করাইতে থানা শিক্ষা অফিস হইতে শুরু করিয়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরে একাধিকবার ধরনা দিতে হয় সংশ্লিষ্টদের। এই সকল ক্ষেত্রে ঘুষ ব্যতিরেকে কোন কাজ হয় না। বদলি, পেনশনের টাকা, উপবৃত্তির টাকা, বিনামূল্যের বই, পাঠ্যক্রমের পুস্তক, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তদারকি— প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই সকল ঘুষ-দুর্নীতির দায় গিয়া বর্তাইয়াছে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের উপর। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রকল্পের জন্য পাঁচ বৎসরে প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। জোট সরকারের পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্পের শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে দুর্নীতির মাধ্যমে। হাজিরা খাতা পরিবর্তন, পুরাতন খাতা গায়েব, ভুয়া ছাত্রছাত্রী, ভুয়া স্কুল-মাদ্রাসা দেখানো সর্বোপরি ছাত্রদের মাথাপিছু শতকরা ৩০ টাকা কম দিয়া অবৈধ পন্থায় হাতাইয়া লওয়া হয় বিপুল অংকের টাকা। শিক্ষা সম্পর্কীয় সংসদীয় কমিটিতে ঘুষ-দুর্নীতির সহিত জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হইলেও মন্ত্রণালয় হইতে কার্যকর কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। কেন লওয়া হয় নাই সেই উত্তর খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির ফাঁকফোকরগুলিও বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই লাগামহীন দুর্নীতি বন্ধ করিতে না পারিলে জাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইবে বৈকি।